জাতীয় সমবায় নীতিমালা
১৯৮৯

জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ১৯৮৯

ক. ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমবায় সংগঠনসমূহের ভূমিকার উপর বাংলাদেশ সরকার সব সময় গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের সংবিধানে মালিকানার ভিত্তিতে সমবায় একটি পৃথক খাত হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা বিন্যাস হইবে (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, (খ) সমবায় মালিকানা এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা—এই তিন খাতে। সমবায় মালিকানা অর্থাৎ "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায় সদস্যদের পক্ষে সমবায় সমিতিসমূহের মালিকানা" এবং ঐ সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত এবং পরিচালনা করার জন্য সরকার নূতন সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের কর্মসূচী ও কর্মকৌশল বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইলেও (১) সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন, (২) আর্থিক স্বয়ম্ভরতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং (৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করিয়া দারিদ্র বিমোচনে সমবায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব অনুভূত হইতেছিল। সমবায় খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সরকার নিম্নে উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও কৌশল সম্বলিত সমবায় নীতিমালা ১৯৮৯ গ্রহণ করিয়াছেন।

খ. নীতিমালার উদ্দেশ্য

(১) জাতীয় অর্থনীতিতে সংবিধানে বর্ণিত ভূমিকা পালনার্থে মোট জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় সেক্টর হিসাবে সমবায়ের অবদান বৃদ্ধিকরণ;

(২) সাংবিধানিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী শক্তি হিসাবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের, বিশেষ করিয়া মহিলা, বিত্তহীন, পেশাজীবী এবং সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ;

(৩) দেশের সকল অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে, সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানে সমবায় খাতের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিকরণ;

(৪) বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাত, বিশেষ করিয়া কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বাণিজ্য, গুদামজাতকরণ ও বিপণন, রপ্তানীমুখী শিল্প ও বাণিজ্য, প্রভৃতিতে সমবায়ীগণের ভূমিকা সম্প্রসারণ;

(৫) শহর ও গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র বিমোচন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমবায়কে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৬) সমবায়ীগণকে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন মাধ্যমে পরিবারবর্গসহ তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং সামাজিক ও মানবিক গুণ এবং মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) সমবায় একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কর্মকাণ্ড ও আন্দোলন বিধায় সমবায়ের বিকাশকে একটি কর্মসূচী হইতে আন্দোলনে রূপান্তর নিশ্চিতকরণ;

(৮) সমবায়ীগণকে আত্ম-ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধকরণ, পর্যায়ক্রমে সমবায় সংগঠনসমূহকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা নিশ্চিতকরণ এবং সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, এবং

(৯) সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ, নীতিমালা বাস্তবায়ন কৌশল

সাফল্যজনকভাবে সমবায় নীতিমালা, ১৯৮৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ কৌশল অবলম্বন করিবেন :

(১) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীকে সমবায় আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহদান,

(২) সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে চিহ্নিতকরণ,

(৩) সমবায় সমিতি সংগঠন, সমবায় আন্দোলন বিকাশে সম্প্রসারণ ব্যবস্থা, সমিতি নিবন্ধন, নিরীক্ষণ, পরিদর্শন ও বিলুপ্তিকরণ প্রক্রিয়া এবং সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে সরকার ও সমবায়ীগণের ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান,

(৪) সমবায় নীতিমালা বাস্তবায়ন লক্ষ্যে সমবায় অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং সমবায় বিধিমালা ১৯৮৭ প্রয়োজনবোধে পরিমার্জন ও সংশোধন,

(৫) সমবায় আন্দোলনকে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যে সমবায় সমিতিসমূহকে সর্বাত্মক উন্নয়ন সহায়তা প্রদান,

(৬) প্রাথমিক সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক/সমিতি, সমবায় সমিতিসমূহের জাতীয় সংগঠন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক, সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রভৃতি সংস্থার ভূমিকা নির্দিষ্টকরণ,

(৭) সমবায় সমিতিসমূহের কাঠামোগত স্তর বিন্যাসে উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সমিতি গঠন এবং অনুমোদন গ্রহণ প্রক্রিয়ার ' ত্ত্বনীয় সংশোধন সাধন,

(৮) সমিতিসমূহের সাংগঠনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং কর্মকাণ্ড পরিধারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন,

(৯) সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ,

(১০) সমবায় সমিতিসমূহের আয় বর্ধন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও ব্যবস্থা গ্রহণ,

(১১) সরকারী ও বেসরকারী সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে সমবায় আন্দোলনে সম্পৃক্তকরণে সুবিধাদান এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে পরিহারের ব্যবস্থাকরণ,

(১২) পর্যায়ক্রমে জনগণের নিকট সরকারী উপকরণ বিতরণে সমবায়ের কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধিকরণ,

(১৩) পল্লী ও শহর অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে উৎসাহ দান,

(১৪) দেশজ কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, গুদামজাতকরণ, ঋণ বন্টন ও বিতরণ, প্রভৃতি কার্যক্রমের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস,

(১৫) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্রয় নীতিতে সমবায়ীগণের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়ে বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ক্রয় নীতিতে সংশোধন সাধন,

(১৬) সমবায়ের সংগে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী সংগঠনের কর্মকর্তা ও সমবায়ীগণকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ,

(১৭) সমবায় বিষয়ে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে সমবায় সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তিকরণ,

(১৮) প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য নিয়মিত প্রচারাভিযান পরিচালনা, এবং

(১৯) ৩০ জুন ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ তথা ১৬ আষাঢ় ১৪০২ বংগাব্দ তারিখের মধ্যে সমবায় নীতি ১৯৮৯ বাস্তবায়ন ।

২. সমবায় নীতিমালা

সমবায় নীতিমালা সাত ভাগে বিভাজন করা হইল, যথা— (১) সমবায় সমিতিসমূহের স্তর বিন্যাস, (২) সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, (৩) সমবায় সমিতি গঠনোত্তর আইন অনুশাসন বিষয়ক ব্যবস্থা, (৪) সমবায় সমিতিসমূহের স্বাধিকার এবং আত্মব্যবস্থাপনা, (৫) সমবায় সমিতিসমূহের আয়, ব্যয়, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, (৬) দারিদ্র্য বিমোচনসহ অর্থনৈতিক

উন্নয়নে সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা এবং তদুদ্দেশ্যে ঋণসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ এবং (৭) সমবায় আন্দোলন সুসংগত করার লক্ষ্যে সমবায় খাতে প্রশিক্ষণ মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক গবেষণা কার্য পরিচালনা, পরিধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সার্বিক পর্যালোচনা ব্যবস্থা ।

১· সমবায় সমিতিসমূহের স্তর বিন্যাস

১·১ দেশে বর্তমানে সংগঠিত সমবায় সমিতিসমূহ উদ্দেশ্যভিত্তিক মাপকাঠিতে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা— (১) একক পেশাভিত্তিক কর্মকাণ্ড, (২) বহুমুখী কর্মকাণ্ড, এবং (৩) বিশেষ কর্মকাণ্ড । অবস্থান ভেদে এই ৩ শ্রেণীর সমিতিসমূহ পল্লী ও শহর অঞ্চলে বিস্তৃত । আবার স্তর ভেদে সমবায় সমিতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :— (ক) প্রাথমিক সমিতি, (খ) কেন্দ্রীয় সমিতি এবং (গ) জাতীয় সমিতি । দশ বা ততোধিক ব্যক্তি সদস্য নিয়া প্রাইমারী সমিতি গঠিত হয় । কমপক্ষে ১০টি প্রাইমারী সমিতি সদস্যভুক্ত থাকিলে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা যায় । একইভাবে অন্ততপক্ষে ১০টি কেন্দ্রীয় সমিতির সমন্বয়ে একটি জাতীয় সমিতি গঠিত হইতে পারে । প্রাথমিক সমিতি হইতেছে সমবায়ের মূল ভিত্তি । প্রাথমিক সমিতিকে অর্থবহ সমর্থন দানই কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় সমিতির একমাত্র দায়িত্ব ।

১·২ সমবায়ের বিভিন্ন স্তর থাকিলেও একস্তর, দ্বিস্তর কিংবা তিনস্তরের প্রশ্নটি প্রধান বিচার্য বিষয় নয় । যেই সমিতির কার্যক্রম ভাল চলিবে সেই সমিতিকে যথার্থভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে । অর্থাৎ সমিতির উদ্যোক্তার উদ্দেশ্য, অবস্থান ও কর্মকাণ্ড নির্বিশেষে সমবায়কে একটিমাত্র আন্দোলন হিসাবে গণ্য করা হইবে ।

১·৩ দ্বিস্তর বা ত্রিস্তরের একক পেশাভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ (যথা— কৃষক সমিতি), একক লক্ষ্য জনগোষ্ঠি ভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ (যথা— মহিলা) এবং অঞ্চল ভিত্তিক প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতিসমূহ উপজেলা পর্যায়ে একই কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করা হইবে । ইহার ফলে আঞ্চলিক সমবায় সমিতিসমূহের নিকট উপকরণ সরবরাহ সুগম হইবে বলিয়া আশা করা যায় ।

১·৪ পল্লী অঞ্চলে গ্রাম বা পাড়া পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে একক পেশাভিত্তিক, বহুমুখী কর্মকাণ্ড ভিত্তিক এবং বিশেষ কর্মকাণ্ড ভিত্তিক সমিতিসমূহের সমন্বয়ে প্রতি গ্রাম/পাড়ায় একটিমাত্র বহুমুখী সমবায় সমিতি স্থাপন করার মানসে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা বা একশন রিসার্চ হিসাবে পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে ।

২· সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

২·১ যে কোন সমবায় সমিতির জন্মলগ্ন হইতে অবলুপ্তি পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা এবং সমবায়ীগণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকেন । ক্ষেত্র বিশেষে অন্ততঃ ১০ জন সমবায়ী গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া সমিতি গঠন করেন, আবার ক্ষেত্র বিশেষে নিবন্ধকের দপ্তরের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা বা বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা জনকল্যাণ মানসের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করেন । স্বেচ্ছায় প্রণোদিত বা পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক উদ্বুদ্ধ সমবায়ীগণের সমিতি নিবন্ধন, নিরীক্ষা, পরিদর্শন,

বিবাদ নিষ্পত্তি, অবলুপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে আইনের প্রয়োগ করেন সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক। অবশ্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি পল্লী অঞ্চলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কিত সমিতি নিবন্ধন করেন। পল্লী ও শহর অঞ্চলের সাধারণ সমবায় সমিতি এবং পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন বিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে উপকরণ সরবরাহ ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতায় নিবন্ধকের দপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড—এই উভয় সংস্থাই জড়িত আছে। আবার, নিবন্ধক নিয়মিতভাবে সমবায় বিষয়ক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ এবং কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন কার্যে নিয়োজিত আছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া), সমবায় কলেজ (কুমিল্লা), পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (সিলেট) প্রভৃতি প্রশিক্ষণ/গবেষণা সংস্থা। সমবায়ের বিবর্তন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমকালীন সমবায় আন্দোলনে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা পুনরায় নির্ণয় ও নির্ধারণ করা হইবে।

২.২ পল্লী অঞ্চলের একক পেশাভিত্তিক (যথা— কৃষি, কুটির শিল্প, মৎস্য প্রভৃতি), অবস্থানভিত্তিক বহুমুখী, বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা লক্ষ্য জনগোষ্ঠীভিত্তিক সমিতিসমূহের (যথা— মহিলা, বিত্তহীন, প্রভৃতি), মধ্যে সম্প্রসারণ কার্য পরিচালনা এবং উপকরণ সরবরাহ করিবে মূলতঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

২.৩ শহর অঞ্চলে একক পেশাভিত্তিক (যথা— পরিবহন) বহুমুখী এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ভিত্তিক (যথা—গৃহায়ণ) সমবায় সমিতিসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি নূতন সংস্থা গঠন করা হইবে।

২.৪ বাংলাদেশ সরকারের কতিপয় বিভাগ ও সংস্থা, যেমন— মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), প্রভৃতি পল্লী ও শহর অঞ্চলে বিশেষ কর্মকাণ্ড ভিত্তিক বা বিশেষ জনগোষ্ঠীভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকে। এই সকল সংস্থার লক্ষ্য জনগোষ্ঠী বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক দল বা ইনফরমাল গ্রুপে সংঘবদ্ধ। অনানুষ্ঠানিক পর্যায় হইতে উত্তরণের পর উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সব গ্রুপসমূহকে যথা নিয়মে সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২.৫ বর্তমানে বহু বেসরকারী সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর অধীনে উপকারভোগীভিত্তিক বা বিশেষ লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ কার্যে নিয়োজিত আছে। বহুক্ষেত্রে জন্মশাসন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আয় বর্ধক কর্মকাণ্ড গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল বেসরকারী সংস্থা কর্মপরিচালনার সুবিধার্থে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর ইনফরমাল গ্রুপ বা অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে। সমবায় সমবায়ের সুসংগত এই সকল অনানুষ্ঠানিক দলকে প্রি-কোঅপারেটিভ বা সমবায়-পূর্ব সমিতি হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই সকল দলকে ক্রমান্বয়ে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠনে সহায়তা দান করা হইবে।

২.৬ বিভিন্ন খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিপূরক হিসাবে সমবায়ের মাধ্যমে জন্মশাসন, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, গণশিক্ষা, পরাকৃষি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড, প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হইবে।

২·৭ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা কর্মকাণ্ডে জড়িত রহিয়াছে। এই সকল সংস্থার গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনের স্তর বিন্যাস ও সম্প্রসারণ বিষয়ে বিভিন্ন সময় মেয়াদে সমবায় নীতিমালার পর্যালোচনা করা হইবে।

৩· সমবায় সমিতি গঠনোত্তর আইন অনুশাসন বিষয়ক ব্যবস্থা

৩·১ বর্তমানে সমবায় সমিতিসমূহের কর্মকাণ্ড বিষয়ক সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ১৯৮৭ অধীনে ত্রিস্তর ও দ্বিস্তর বিশিষ্ট সকল সমবায় সমিতির নিবন্ধন, কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও পরিধারণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতিসমূহের আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃ সমিতি বিবাদ নিষ্পত্তি এবং সমিতি অবলুপ্তি বিষয়ক আইন ও বিধিমালার প্রয়োগের দায়িত্ব রহিয়াছে সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের উপর। পল্লী অঞ্চলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে গঠিত প্রাথমিক সমিতির শুধুমাত্র নিবন্ধনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির উপর।

৩·২ সমবায় বিধিমালার আইন ও বিধির প্রয়োগের দায়িত্ব এখন হইতে এককভাবে সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধকের উপর অর্পিত হইবে। তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির উপর নিবন্ধকের দায়িত্ব অর্পিত হইবে কিনা তাহা সমবায়ীগণের সহিত আলোচনার মাধ্যমে পুনর্নির্ধারণ করা হইবে।

৩·৩ সমবায় আইন ও বিধিমালাকে সময় উপযোগী প্রয়োজনীয় পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে সাধারণ সমবায়ীগণের নিকট স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৩·৪ দেশে সামগ্রিকভাবে সমবায় তৎপরতা সংগঠন ও বিকাশে যে সরকারী উদ্যোগ ও ব্যবস্থা এই পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংগে তাহার রেগুলেটরী বা নিয়ামক বিষয়সমূহ মূল্যায়ন করা হইবে।

৪· সমবায় সমিতিসমূহের স্বাধিকার ও আত্ম-ব্যবস্থাপনা

৪·১ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক সুশৃংখল অর্থনৈতিক সংস্থার অপর নাম সমবায় সমিতি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞায় সমবায়কে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে "ইহা স্বল্প আয়ের কতিপয় ব্যক্তির সমিতি যাঁহারা যৌথভাবে সমলক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় একত্রিত হইয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবসা কর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন, প্রয়োজনীয় মূলধন সমভাবে যোগান দিতে ইচ্ছুক এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা কার্যপরিচালনাকালে সমভাবে ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং সমভাবে উপকৃত হন"। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সমবায় সমিতির সদস্য পদ সকল ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকে, সমিতির ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয় এবং সমিতির সদস্যদের শেয়ার মূলধন সীমিত থাকে। সমিতির সদস্যবৃন্দ সমভাবে সঞ্চিত মূলধনের মালিক হন এবং সমবায়ের মাধ্যমে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে,

বাংলাদেশ সমবায় সমিতিসমূহে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে যাহার ফলে সমিতি ব্যবস্থাপনায় সমবায়ীগণের অংশীদারীত্ব নিশ্চিত হয় না । ঐতিহ্যবাহী ২২ টি সফল সমবায় সমিতির এক সমীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল সমিতির সদস্যগণ সমবায় আন্দোলনে বিশ্বাস করেন, প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্বার্থপর ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে নাই, সদস্যগণ নিজস্ব সম্পদ ও উদ্যোগ কার্যকরভাবে স্বীয়স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, কতিপয় সমবায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা হইয়াছে, সমিতির সদস্যগণ ব্যবস্থাপনায় অংশীদার হইয়াছেন এবং বহিরাগতদের দ্বারা সমিতির ব্যবস্থাপনা কলুষিত হয় নাই । সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় এই সমীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হইবে ।

৪.২ সমবায়ের স্বাধীন ও হস্তক্ষেপবিহীন বিকাশের লক্ষ্যে সমবায় সমিতিসমূহকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা হইবে ।

৪.৩ সমবায় সমিতির আত্ম-ব্যবস্থাপনা ও স্বয়ম্ভরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায়কে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ও স্বায়ত্তশাসিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিকাশের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হইবে ।

৪.৪ সমবায় সমিতিসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের লক্ষ্যে সরকারী নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হইবে এবং আত্ম-ব্যবস্থাপনা ও অংশীদারীত্ব গ্রহণে সমবায়ীগণকে উৎসাহ দান করা হইবে ।

৪.৫ বিধিসম্মত তদন্ত মাধ্যমে চিহ্নিত স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতি পরায়ণ সমবায়ীদের এবং সকল শ্রেণীর বহিরাগতকে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে আইনানুগ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

৪.৬ সমবায়ীদের সাংগঠনিক তৎপরতাকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য নির্বাচিত সমিতি ও নির্দিষ্ট সমবায়ীগণকে সরকারী প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় বিশেষ স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

৪.৭ সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নূতন সমবায় সমিতি সংগঠনের সংগে সংগে বর্তমানে চালু সমবায় সমিতিসমূহকে প্রকৃত সমবায় সংগঠনরূপে গড়িয়া তোলা এবং অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে । একই সংগে নাম সর্বস্ব সমবায় সমিতিসমূহের বিলুপ্তির জন্য আইন ও বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

৪.৮ প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যগণকে সমিতি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হইবে এবং এই লক্ষ্যে সমিতির বৈঠক নির্দিষ্ট মেয়াদে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিয়মিতভাবে পরিধারণ করা হইবে । সকল স্তরের সমবায়ীগণকে প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হইবে, যাহাতে তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারাই সমিতির প্রকৃত মালিক এবং সরকারের সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ তাঁহাদের কর্মকাণ্ডে সাহায্যকারী মাত্র ।

৪.৯ আইন ও বিধিমালা প্রয়োজনবোধে সংশোধন করা হইবে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যে নিয়োজিত সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সমিতির কর্মকাণ্ডে অহেতুক হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রাখা হইবে ।

৪'১০ সমিতির ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা ও সমবায়ীগণের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

৫' সমবায় সমিতিসমূহের আয়, ব্যয়, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৫'১ যে কোন সমবায় সমিতি একটি গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমিতির নিজস্ব আয় হইতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনসহ বার্ষিক ব্যয় সংকুলান এবং খেলাপী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সমিতির নিজস্ব আয় হইতে সমিতিকে স্বনির্ভর হইতে হইবে এবং উদ্বৃত্ত আয় বা নীট মুনাফা লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলেই সমিতিকে আর্থিক দিক হইতে স্বচ্ছল এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম বলিয়া গণ্য করা যাইবে। সমিতির প্রধান কাজ সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, সদস্যদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান এবং ঋণ বিতরণ ও ঋণ পুনরুদ্ধার। এই সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য সমিতিকে সামাজিক সমর্থন আদায় করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা এই যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ সমিতিই আর্থিক দিক হইতে স্বচ্ছল নহে বিধায় সমিতিসমূহকে পারিপার্শ্বিক চাপ এবং সরকারী হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইতে হয়। মুনাফা বন্টনের অসামর্থ্যের কারণে সদস্যদের অংশীদারীত্ব থাকেনা এবং তাহার ফলশ্রুতিতে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটে।

৫'২ সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সক্ষমতা আনয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে নিবন্ধিকৃত সমিতিসমূহের সার্বিকভাবে হিসাব রক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়ন ও নিয়মিতকরণ, নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিদর্শন ব্যবস্থা, ঋণ ব্যবস্থার তদারকি, ঋণ পরিশোধ এবং সঞ্চয় বৃদ্ধির গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। এই লক্ষ্যে সমবায় সমিতিসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

৫'৩ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূহের সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করা হইবে এবং সমীক্ষার ভিত্তিতে এই সকল অর্থলগ্নিকারী সংস্থার ঋণ দান পদ্ধতি, তহবিল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও ঋণ পরিধারণ পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

৫'৪ বিভিন্ন অর্থলগ্নিকারী সংস্থার মাধ্যমে উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সমিতিসমূহের বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণসহ নির্দিষ্ট সুদের হারে উৎপাদন ঋণ ও অন্যান্য মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বরাদ্দ করা হইবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইবে। সমবায় সমিতিসমূহের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগযোগ্য উদবৃত্ত তহবিলের ন্যূনতম শতকরা সুনির্দিষ্ট ১০ ভাগ নির্দিষ্ট করা হইবে।

৫'৫ সার, সেচযন্ত্র, উন্নতমানের বীজ, ইত্যাদি উপকরণ যে সকল সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা হইয়া থাকে তাহার ন্যূনতম শতকরা ৫০ ভাগ সমবায় সমিতির জন্য নির্দিষ্ট করা হইবে।

৫'৬ ঋণদান পদ্ধতি সহজ এবং ঋণদানের শর্ত শিথিল করার লক্ষ্যে সমবায় আইন ও বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে এবং বিশেষ করিয়া ঋণের বিপরীতে বন্ধকী ব্যবস্থা রহিত করা হইবে।

৫'৭ উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায়ীগণের প্রয়োজনীয়তা যাচাইয়ের ভিত্তিতে সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ।

৫'৮ সরকারী কর্মকর্তাগণের কর্মপরিধি আইনের প্রয়োগ, সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রকরণ এবং প্রশিক্ষণদানের মধ্যে সীমিত রাখা হইবে । সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্মকর্তা ও বহিরাগতদের অযথা হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হইবে ।

৫'৯ সমবায় সমিতিসমূহকে উদ্বৃত্ত অর্থ আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ ও পরামর্শ দান করা হইবে । এই লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে অর্থ বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত অর্থ লাভজনক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের জন্য পরামর্শ দান করা হইবে । সংগে সংগে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমবায় অধ্যাদেশ ও সমবায় বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে ।

৫'১০ সমবায় সমিতিসমূহকে নগদ লভ্যাংশ বিতরণে উৎসাহিত করিতে হইবে । সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর প্রতিযোগিতামূলক সুদ প্রদান বাঞ্ছনীয় হইবে । ইহাতে সমবায়ীদের মধ্যে সমিতির কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ।

৫'১১ সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য বিপনন সুগম করার লক্ষ্যে ঋণ, গুদামজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে ।

৫'১২ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহকে সমবায় সমিতিসমূহের উৎপাদিত পণ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করিতে উৎসাহ দান করা হইবে । এই লক্ষ্যে ক্রয় সংক্রান্ত পদ্ধতি সহজতর করা হইবে এবং সরকারী ক্রয় নীতির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইবে ।

৫'১৩ বিত্তহীন, শিক্ষিত বেকার, দুঃস্থ মহিলা, পশ্চাৎপদ এলাকার অধিবাসী প্রভৃতি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ এবং আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে এবং এই সকল প্রতিবন্ধী জনগণের সমবায় সমিতি গঠনের জন্য পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে ।

৫'১৪ আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নততর করার মানসে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও সমবায়ীগণকে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে ।

৬' দারিদ্র্য বিমোচনসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা এবং তদুদ্দেশ্যে ঋণসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ।

৬'১ দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচন একটি মৌলিক লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে । এই লক্ষ্য অর্জনের গরজে প্রতিটি খাতে দারিদ্র্য বিমোচনার্থে গৃহীত কর্মকান্ডের গুণগত এবং পরিমাণগত ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইবে । কৃষি ও অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মকান্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি সমবায় আন্দোলনের প্রধান কৌশল । এই জন্য উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং ঋণ ও অন্যান্য উপকরণ

সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়ের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৯০—৯৫) সামগ্রিকভাবে দেশে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে সমবায় আন্দোলনকে ব্যবহার করা হইবে ।

৬·২ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিবন্ধীদের (ভূমিহীন, বিত্তহীন মহিলা, কুটির শিল্পের কারিগর, প্রভৃতি) সমবায় সমিতিসমূহকে শক্তিশালী করা হইবে এবং এই সকল সমিতির জন্য নূতন নূতন কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ, নব নব সুযোগ সৃষ্টি এবং অতিরিক্ত সহায়তা ও উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে ।

৬·৩ সমবায় সমিতিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হইবে ।

৬·৪ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, চর অঞ্চল, নদীর ভাংগনে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা হইবে এবং এই সকল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে ।

৬·৫ প্রতিবন্ধীদের সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যগণের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ দান, পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ দান, প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী সংস্থাসমূহের পরিপূরক শক্তি হিসাবে এন,জি,ও-সমূহের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দান করা হইবে ।

৬·৬ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায়ের ভূমিকা পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতা আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমবায়ের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করা হইবে ।

৬·৭ সমবায় নিবন্ধকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে কি পরিমাণ এবং কি পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন করা যাইবে তাহা কর্মসূচী প্রণয়নকালে প্রকল্প ছকে বর্ণনা করিতে হইবে ।

৭· সমবায় আন্দোলন সুসংগত করার লক্ষ্যে সমবায় খাতে প্রশিক্ষণ মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণার মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক গবেষণা কার্য পরিচালনা, পরিধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সার্বিক পর্যালোচনা ব্যবস্থা ।

৭·১ বর্তমানে সমবায় আন্দোলন বিষয়ক গবেষণা কার্য পরিচালনা করিতেছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া । ইহা ছাড়া বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ সময়ে সময়ে পল্লী সংগঠন সম্পর্কে গবেষণা কার্য পরিচালনা ও সমীক্ষা প্রণয়ন করে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া এন্ড দা পেসিফিক (সিরডাপ) বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গবেষণা কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে । সমবায় মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, সিলেট এবং আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনসমূহ সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান করিয়া থাকে । বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং সমবায় নিবন্ধকের দপ্তরের পরিকল্পনা কোষেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নকালে নূতন নূতন ধ্যান-ধারণার অবতারণা করে এবং তাহা পল্লী উন্নয়ন ও

সমবায় বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে পরিমার্জিত হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সম্পর্কিত গবেষণা কর্ম হুকবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

৭.২ সমবায় আন্দোলনের সংগে জড়িত, বিশেষ করিয়া সম্প্রসারণ ও আইনের প্রয়োগ কার্যে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, সমবায় মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, সিলেট, আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, প্রভৃতি সংস্থায় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭.৩ সমবায় আন্দোলনের সুষ্ঠু প্রসার ও বিকাশ সাধন মানসে সুপরিকল্পিত ও যুগোপযোগী সমবায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং সমবায় আন্দোলনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হইবে।

৭.৪ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উচ্চতর কর্মকর্তাগণকে লোক প্রশাসন কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমবায় পেশা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। সমবায় ক্যাডারকে শক্তিশালী করা হইবে।

৭.৫ সমবায়ের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করিয়া ঐ সকল সমস্যা নিরূপণের লক্ষ্যে সমবায়ের উপর জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং এই সকল সম্মেলনে দেশের ও বিদেশের সমবায় নেতৃবৃন্দ, চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও গুণিজনদের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হইবে।

৭.৬ সমবায় সমিতি গঠন, সমিতির প্রতিষ্ঠানিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমবায়ীগণকে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭.৭ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায়ের অভিজ্ঞতার সংগে পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে সিরডাপ, আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় সমবায় কর্মকর্তা ও সমবায়ীগণকে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিদেশী সমবায় সংস্থা পরিদর্শনের সুযোগ দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭.৮ সমবায় খাতের সংগে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে তাহার বাস্তবায়ন করা হইবে।

৭.৯ সমবায়ের কর্মকাণ্ড পরিধারণ ও মূল্যায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এই বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থায় ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইবে।

৭.১০ জাতীয় ভিত্তিক সমবায় ফেডারেশন/ইউনিয়ন এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ পরিধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইবে।

৭.১১ সমবায়ের বিকাশ ও উন্নয়নে সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছা ও সংকল্প সমবায় নীতি বাস্তবায়ন, উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন, অধিকতর অর্থ বরাদ্দ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হইবে।

৭.১২ সময়ে সময়ে সমবায় নীতি পর্যালোচনা, বিভিন্ন সময় মেয়াদে যুগোপযোগী নূতন নীতিমালা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি নির্ণয় ও অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং সমবায় বিষয়ক আইন ও বিধি পর্যালোচনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও ব্যক্তি বিশেষের সমন্বয়ে জাতীয় সমবায় কাউন্সিল গঠন করা হইবে। জাতীয় সমবায় কাউন্সিল সমবায় সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন।

৬. উপসংহার

আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত স্তর বিন্যাসে সমাজে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন, বিশেষ করিয়া দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলন হিসাবে সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সরকার আশাবাদী। সমবায় আন্দোলনের বিকাশে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সমবায়ীগণের দৃঢ় প্রত্যয় ও সরকারী উপকরণ সরবরাহের মাত্রার উপর সমবায় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করিবে। বর্তমান নীতিমালা সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার এই সকল পূর্বশর্ত পূরণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঃসঃমুঃ-২০/৯১-৩৬২৩বি (কম)—২০,০০০ বই।